অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) মাসিক প্রতিবেদন

শিল্প মন্ত্রণালয়

মাসের নাম : মার্চ/২০১৯

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার নাম	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা		মোট (১+২)	পূর্বের জের	মোট অভিযোগ (৩+৪)	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা (৫ - ৬)	মন্তব্য (% সহ)
	পত্র/দরখাস্ত যোগে	অনলাইনে							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
শিল্প মন্ত্রণালয়	০৫	-	০৫	০৯	১৪	-	-	১৪	নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	০২	-	০২	০৮	১০	০৪	পরিশিষ্ট-ক	০৬	
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)	-	-	-	০৩	০৩	-	-	০৩	
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	০১	-	-	০৩	০৩	-	-	০৩	
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	০২	-	০২	০২	০৪	-	-	০৪	
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)	-	-	-	-	-	-	-	-	
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই)	-	-	-	-	-	-	-	-	
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	-	-	-	-	-	-	-	-	
বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন্যাশনাল প্রডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	-	-	-	-	-	-	-	-	
পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	-	-	-	-	-	-	-	-	
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট =	১০	-	০৯	২৫	৩৪	০৪	-	৩০	

পরিশিষ্ট-ক

বিসিআইসি:

০১। কেএইচবিএম চালু না হওয়াসহ অবিকৃত হার্ডবোর্ড ও মিলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট হওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো (সংলাগ-১)

০২। কেপিএমলি: এর শ্রমিক কর্মচারীদের ০৩ মাস ধরে বেতন বন্ধ, অস্বাভাবিকভাবে উৎপাদন কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো (সংলাগ-২)

০৩। ৩১৪ কোটি টাকা দায় রেখেই খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি বিক্রির বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো (সংলাগ-৩)

০৪। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি বিক্রি হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়নি নতুন কাগজ কলের। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো (সংলাগ-৪)

< পূর্ববর্তী পাতার নোট অনুচ্ছেদ নং ০৬ থেকে আগত>

০৭) পূর্ববর্তী পাতার নোট অনুচ্ছেদ নং ০১ থেকে ০৬ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে।

০৮) নোট অনুচ্ছেদ নং ০৫ এর আলোকে সংস্থার পরিচালক (উৎপাদন ও গবেষণা) মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন অভিযোগের (সংযুক্তি-১) বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্র. নং	তদন্তের নির্দেশকারীর নাম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দপ্তর	পাঁচ বছরেও চালু হয়নি খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্	কেএইচবিএম চালু না হওয়াসহ অবিকৃত হার্ডবোর্ড ও মিলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অযত্ন ও অবহেলায় নষ্ট হওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ।	দৈনিক সংগ্রাম ঢাকা ২৭-০১-২০১৯	• কেএইচবিএম কারখানাটি ১৯৬৫ সালে ৯.৯৬ একর জমিতে স্থাপিত হয়। এ কারখানার কাঁচামাল ছিল সুন্দরবন থেকে আহরিত সুন্দরী কাঠ/ আগামরা সুন্দরী কাঠ এবং জ্বালানী ফার্নেস অয়েল। ১৯৬৬ সালে এ কারখানাটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। • ১৯৬৬ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে উৎপাদনে থাকায় এ কারখানার যন্ত্র/ যন্ত্রাংশসমূহ অধিকতর পুরাতন হয়ে যায় এবং করোশনজনিত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় উহার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদন খরচ বিক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিকতর থাকায় উক্ত কারখানা একটি অর্থনৈতিকভাবে লোকসানী শিল্পে পরিণত হয়। • পাশাপাশি সুন্দরবন "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ" ঘোষিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে কারখানায় কাঁচামাল না পাওয়ার সম্ভাবনায় এবং ফার্নেস অয়েলের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে তৎকালীন সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতিমালার আওতায় নির্বাহী আদেশে ২০০২ সালে পে-অফের মাধ্যমে মিলটির উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। • ২০১০ সালে পুনঃ চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমপুঞ্জিত লোকসানের কারণে মিলটির উৎপাদন বন্ধ করা হয়। • মিলটি পুনঃ চালুকরণের বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কাঁচামালের অভাব এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগ না থাকা। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প ফার্নেস অয়েল এর দাম অনেক বেশি। • এছাড়াও উৎপাদিত পণ্যের দাম বাজার মূল্যের তুলনায় অত্যাধিক বেশি বিধায় ভোক্তার চাহিদা নেই। তদুপরি, হার্ডবোর্ডের বিকল্প বাজারে চলে আসায় সার্বিক প্রেক্ষাপটে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংস্থার উৎপাদন বিভাগ এবং কেএইচবিএম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া যেতে পারে।

Naeem

অ.প্র.৫

ক্র. নং	তদন্তের নির্দেশকারীর নাম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২।	মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দপ্তর	কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ এর তিন মাস ধরে বেতন বকেয়া উৎপাদন কমেছে অস্বাভাবিক	কেপিএম লিঃ এর শ্রমিক কর্মচারীদের ০৩ মাস ধরে বেতন বন্ধ, অস্বাভাবিক উৎপাদন কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ দাখিল।	বণিক বার্তা ২৫-০১-২০১৯	• পাল্প সংকট থাকার কারণে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য লোকবল রেখে অতিরিক্ত লোকবল কেপিএম লি. হতে অন্যান্য কারখানায় বদলী করে কেপিএম এর লোকবল খাতে যৌক্তিকীকরনের প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহের লোকবলের আংশিক চাহিদা পূরণ করা হয়। এতে করে কেপিএম এর মাসিক বেতনের পরিমাণ হ্রাস পায়। • পাশাপাশি পাল্পের কাঁচামাল বাশ ও কাঠের সংকট থাকায় পাল্প উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। ইটিপি সংকটে থাকার কারনে পরিবেশ রক্ষায় (বিশেষত কর্ণফুলী নদী রক্ষায়; ওয়াসা, চট্টগ্রামের আপত্তি এ সকল কারণে) পাল্প উৎপাদন সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। এতে করে নিজস্ব কাগজ উৎপাদন হ্রাস পায়। তবে বাহির থেকে পাল্প ক্রয় করে তার সাথে সাইড কাটিং ও অন্যান্য পুরাতন কাগজ ব্লেন্ডিং করে পেপার উৎপাদন চালু রাখা হয়েছে। এভাবেই বিদেশ থেকে পাল্প আমদানি করে স্থাপিত ক্ষমতায় পেপার উৎপাদন করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে পেপার মেশিন ৩ তিন) টির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • পাশাপাশি অতিসম্প্রতি জরাজীর্ণ কেপিএম প্রাঙ্গণে নতুনে একটি ইন্টিগ্রেটেড পাল্প ও কাগজ মিল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য CMC, China এর সাথে ১ টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে কেপিএম কর্তৃপক্ষের মতামত (সংযুক্তি-২) অত্রসাথে সংযুক্ত।
৩।	মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দপ্তর	৩১৪ কোটি টাকা দায় রেখেই খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি বিক্রি	৩১৪ কোটি টাকা দায় রেখেই খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি বিক্রির বিষয়ে অভিযোগ।	বণিক বার্তা ২৬-০১-২০১৯	• জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন জরুরি এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে (সংযুক্তি-৩) বিদ্যুৎ বিভাগের চাহিত ৮৭.৬১ একর জায়গার স্থলে একটি পেপার মিল স্থাপনের নিমিত্ত জায়গা রেখে অবশিষ্ট ৫০ একর জমি নওপাজেকো এর নিকট জমি বিক্রয়ের বিষয়ে ঐক্যমত হয়। • এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত ১৯-০৭-২০১৮ তারিখের পত্র (সংযুক্তি-৪) মারফত জানা যায় যে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পত্রে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেডের (কেএনএমএল) এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট

সংলাগ-৬

-০৪-

ক্র. নং	তদন্তের নির্দেশকারীর নাম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী (নওপাজেকো) লি. এর নিকট যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। • শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপরিউক্ত নির্দেশনা এবং ১৭৩০ তম বিসিআইসি বোর্ডের সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং ১ মোতাবেক বিসিআইসি থেকে নওপাজেকো বরাবর ১৩-০৮-২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। উক্ত পত্রে (সংযুক্তি-৫) গত ০৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫৮৫ তম বিসিআইসি'র বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো (সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং ৩ এবং ৪) বাস্তবায়ন করার বিষয়ে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি টাকা ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) মূল্য পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। • গত ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি এবং নওপাজেকো-এর মধ্যে অনির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ০৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং নওপাজেকো-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী (সংযুক্তি-৬) এর "১৩" নং সিদ্ধান্তটি হলোঃ "০৩/০৯/২০১৮ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যায়ক্রমে কেএনএমএল কোম্পানী বোর্ড, বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়-কে অবহিত করতঃ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। বিসিআইসি'র পক্ষে জনাব প্রদীপ কুমার মজুমদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি., খুলনা MoU স্বাক্ষর করবেন এবং নওপাজেকো এর পক্ষে প্রকৌশলী এ.এম. খোরশেদুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ, ঢাকা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করবেন।" উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নওপাজেকো-এর নিকট জমি হস্তান্তরের বিষয়ে প্রণীত "সমঝোতা স্মারক" সহ অন্যান্য বিষয় গত ১৭/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কেএনএম এর ২৮৯ তম কোম্পানী বোর্ড সভায় কেএনএমএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়। উক্ত বোর্ড সভায় প্রণীত "সমঝোতা স্মারক" সহ সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচীঃ-২৮৯: (০৩) নং এ বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ (সংযুক্তি-৭) গৃহীত হয়, যা নিম্নরূপঃ "(ক) বর্ণিত ঋণের বিষয়ে সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, খুলনা পত্র সূত্র নং-খুল/সাঋবি/খুলনা নিউজপ্রিন্ট ০১ তারিখঃ ০৫.০৯.২০১৮ ইং তারিখে পত্র প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে কেএনএম কর্তৃপক্ষ সংস্থার হিসাব বিভাগের মাধ্যমে/ সহযোগীতায় সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, খুলনা। নওপাজেকো লিঃ হতে জমির মূল্য পাওয়া গেলে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা হবে এভাবে বিষয়টি জানিয়ে ব্যাংকে অবহিত করতঃ এই জমি হস্তান্তরের বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে মতামত গ্রহণ করে পরিকল্পনা বিভাগকে অবহিত করবে। (খ) কেএনএম কর্তৃপক্ষ সোনালী ব্যাংকের মতামত, কেএনএম এল এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী

ক্র. নং	তদন্তের নির্দেশকারীর নাম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					বিসিআইসি বোর্ড সভায় তা উপস্থাপন করবে, যাতে করে MOU নির্ধারিত তারিখে স্বাক্ষর করা যায়।" • গত ১০/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ১৭৫০ তম বিসিআইসি বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের (সংযুক্তি-৮) আলোকে এবং গত ০৩/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং নওপাজেকো-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-০১ অনুযায়ী গত ১০/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি-৯)। • উক্ত পত্রের আলোকে নওপাজেকো ১১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে একটি সমঝোতা স্মারক (সংযুক্তি-১০) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক নওপাজেকো এপ্রিল/২০১৯ এর মধ্যে ৫৪.৪২ কোটি (চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করবে। বাকী ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করবে। • ১৭৫০ তম বিসিআইসি বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং ০৩ (সংযুক্তি-৮) এবং বিসিআইসি বোর্ডের বোর্ড স্মারক নং-৩৬.০১. ০০৬.০৭.৩৩.১৭৫৩.২০১৮/৬৬৮, তারিখ: ০১-০১-২০১৯ খ্রি. মোতাবেক উক্ত সিদ্ধান্তের সংশোধনীর (সংযুক্তি-১১) আলোকে সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগ থেকে গত ১৩/১২/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্র (সংযুক্তি-১২) মারফত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উক্ত জমি দখল হস্তান্তরের বিষয়টি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। • তদপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় গত ০১/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে বিসিআইসি-তে পত্র (সংযুক্তি-১৩) প্রেরণ করে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) ও নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে (MoU) উল্লেখিত শর্তানুযায়ী সমুদয় বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তি ও অন্যান্য শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর ৫০ (পঁঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) সাফ কবলা দলিল মূলে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর অনুকূলে হস্তান্তর সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক যথাসময়ে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অভিহিত করার জন্য উক্ত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। কেএনএমএল কর্তৃপক্ষ গত ১৩/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২৯১ তম কেএনএমএল এর কোম্পানী বোর্ড সভায় সমঝোতা স্মারক (MoU) এর ঘটনা-উত্তর অনুমোদনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করে (সংযুক্তি-১৪) । সিদ্ধান্তটি হলোঃ "রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হওয়ায় এবং ১৭৫০ তম বিসিআইসি বোর্ড সভায় MoU স্বাক্ষর করার অনুমোদন দেওয়ায় গত ১১/১২/২০১৮ খ্রি.

Naeem

ক্র. নং	তদন্তের নির্দেশকারীর নাম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার	পত্রিকার নাম ও তারিখ	পরিকল্পনা বিভাগের বক্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
					তারিখের স্বাক্ষরিত MoU এর ঘটনা-উত্তর অনুমোদন দেওয়া হলো। MoU মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ, বিসিআইসিকে অনুরোধ করা হলো।" • উল্লেখ্য যে, গত ১০/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭৫০ তম বিসিআইসি বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সিদ্ধান্ত ক্রমিক নং ০৫ মোতাবেক নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লিমিটেড-কে প্রস্তাবিত ৫০(পঞ্চাশ) একর জায়গার দখল হস্তান্তর /বুঝিয়ে দেয়ার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে উক্ত হস্তান্তর কমিটি অথবা কেএনএম কর্তৃপক্ষ নওপাজেকো লিমিটেড-কে প্রস্তাবিত ৫০(পঞ্চাশ) একর জায়গার দখল হস্তান্তর /বুঝিয়ে দেয়ার বিষয়ে সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি / অবহিত করেনি। • উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ থেকে গৃহীত ঋণের আসল মোট ৫৫,৯৫,১৬,০০০.০০ (পঞ্চান্ন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ ষোল হাজার) টাকা সোনালী ব্যাংক লিঃ কে পরিশোধ করা হয়েছে (সংযুক্তি-১৫) । • এখানে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উক্ত স্থানে ভারত থেকে ন্যাচারাল গ্যাস লাইন সরবরাহ করার সম্ভাবনা থাকবে, যা পরবর্তীতে কেএনএম কারখানার জন্য প্রয়োজন হতে পারে।
৪।	মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর দপ্তর	জমি বিক্রি হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়নি নতুন কাগজ কলের	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি বিক্রি হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়নি নতুন কাগজ কলের। এ বিষয়ে প্রতিবেদন।	দৈনিক সমকাল ঢাকা ২৮-০১-২০১৯	কেএনএমএল এর প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের লক্ষ্যে ১১/১২/২০১৮ তারিখে নওপাজেকো কর্তৃক খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে একটি সমঝোতা স্মারক (সংযুক্তি-১০) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে অবশিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হলে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, যৌথ উদ্যোগ / পিপিপি / স্ব-অর্থায়নের মাধ্যমে কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে প্রথমে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কন্টক হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সনে ঋণ গ্রহণের সময় কেএনএম-এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনায় জমা দেয়া হয়েছিল; যা এখনও সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত আছে। কেএনএমএল এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) বাবদ ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা নওপাজেকো কর্তৃক মূল্য পরিশোধ করা হলে উক্ত অর্থ দিয়ে সোনালী ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করা হবে। উল্লেখ্য যে, সোনালী ব্যাংক লি. এর নিকট ডিসেম্বর'২০১৭ পর্যন্ত কেএনএম এর মোট দায় দেনার পরিমাণ ৩১৮.৩১ কোটি টাকা। ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ পরবর্তী কেএনএম এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ ব্যাংকের নিকট থেকে অবমুক্ত করে যৌথ উদ্যোগ / পিপিপি / স্ব-অর্থায়নের মাধ্যমে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুমানিক মে'২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে বলে আশা করা যায়।